OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 497 - 503
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আচার ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব : রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’

ড. শুভেন্দু মণ্ডল
Email ID : shubhendumondal90@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Brahma Dharma, Buddhism, Poetic Drama, Buddhist Philosophy.

Abstract

Although the propagation and spread of Buddhism have changed in the present day, many were initiated into this religion in ancient times. Due to various conflicts, people were attracted to Brahma Dharma, and Buddhism began to decline rapidly. Although the practice of Buddhist thoughtwas revived in Bengal in the 19th century, it is still going strong even now. Maharishi Debendranath Tagore, Brahmananda Keshavachandra and their followers did not ignore the philosophy and ideals of Buddhism. Satyendranath Tagore wrote a valuable book named 'Buddhism', and on the other hand, Rahul Sankrityayan wrote a book called 'Mahamanav Buddha' on the biography of Buddha. Rabindranath was also deeply moved by the ideology of Buddha. Therefore, he not only tried to re-expand Buddha's intellectual thoughts in a new context through various studies but also created many works.

The narrative of the Malini play is created by mixing the Malini episode of 'Mahabastu-Avdan' ('Malinya Bastu'-The Story of Malini) with this dream tale. The story of 'Malinya-Avdan' of Mahavastu-Avdan is very extensive. At the request of RajendraLalMitra, HaraprasadShastri (then a young man) abridged the entire 'Mahabastu-Avdan'. Based on this extensive anecdote, Rajendralal Mitra published "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal."(Cal,1882). Rabindranath became familiar with Buddhist stories through this abridged version. As a result, Rabindranath composed the poetic drama 'Malini'.

Discussion

বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কিছুটা বিবর্তন ঘটলেও প্রাচীনকালে এই ধর্মে অনেক মানুষ দীক্ষিত ছিলেন। তবে পরবর্তীতে নানা দ্বন্দ্বের ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি মানুষরা আকৃষ্ট হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত অবক্ষয়িত হতে থাকে। যদিও বাংলায় বুদ্ধ ভাবনাকে নিয়ে উনিশ শতকে পুনরায় চর্চা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানেও তা ক্রম প্রবাহিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরাও সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের ভাবনা ও আদর্শকে উপেক্ষা করেননি।[১] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বৌদ্ধধর্ম’[২] নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ ও অন্যদিকে, রাহুল সাংকৃত্যায়ন বুদ্ধের জীবনী নিয়ে ‘মহামানব বুদ্ধ’[৩] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথকেও বুদ্ধের ভাবাদর্শ ও মতাদর্শ গভীরভাবে চিন্তাশীল মননকে নাড়া দিয়েছিল। আর তাই তিনি একদিকে বুদ্ধদেব সম্পর্কে নানা ধরনের অধ্যায়ন এবং অন্যদিকে, বিভিন্ন রচনা সৃষ্টির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে পুনরায় বুদ্ধের বৌদ্ধিক ভাবনাকে নব আঙ্গিকের প্রেক্ষাপটে পরিস্ফুট করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এই মননশীল চর্চা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—

> "ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবই একমাত্র মনীষী যাঁর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আজীবন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম জীবনে সমালোচনা বইয়ের অন্তর্গত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শরীরাংশ (দন্ত) দেখে, শিলায় তাঁর পদচিহ্ন দেখে মুগ্ধ হবার কথা লিখেছিলেন। পরে 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে বুদ্ধদেবকে 'সর্বজনীন সর্বকালীন' মানবরূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।... বৌদ্ধসাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ উপকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুব অল্পই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (1882) বইটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় বইটির প্রকাশের পর থেকেই। ছিন্নপত্রাবলী-র একটি চিঠিতে দেখেছি (১৮৯৩ মার্চ ৩), বইটি তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর ব্যবহৃত বইটি এখন রবীন্দ্রভবনে রয়েছে। বইটির মলাট ও আখ্যাপত্রের মাঝখানে সাদা পাতায় যে কাহিনিগুলি তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন তাদের নাম ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তা জানেন। সব কবিতাগুলি ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে রচিত এবং কথা কাব্যের অন্তর্গত। মালিনী, চণ্ডালিকা এবং রাজা নাটকের কাহিনিও এই বই থেকে নেওয়া।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল লেখনীর অন্যতম 'মালিনী' নামক কাব্যনাট্যটি। যেটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। এই কাব্যনাট্যটির উৎস মূল লণ্ডন প্রবাসী কবির এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন—

> "...স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।... অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"[৫]

এই স্বপ্নোতিহাসের সঙ্গে 'মহাবস্তু-অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যান ('মালিন্যা বস্তু' - 'The Story of Malini') মিশিয়ে মালিনী নাটিকার আখ্যান বস্তু গড়ে উঠেছে। 'মহাবস্তু-অবদানে'র 'মালিন্যা-বস্তু'র কাহিনিটি অত্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত কাহিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তখন তরুণ বয়স) সমগ্র 'মহাবস্তু-অবদান' সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। তারই উপর নির্ভর করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'The Sanskrit Buddist Literature of Nepal.' (Cal, 1882) প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংক্ষিপ্তসার বৌদ্ধ কাহিনিগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। আর তার ফলেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নামক কাব্যনাটক রচনা করেন এবং প্রেম-মৈত্র-করুণা[৬]র বাণী প্রচার করেন। সমগ্র অবদান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ নেই। যাই হোক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বৌদ্ধ[৭] মূল কাহিনি[৮]র সঙ্গে যেটুকু অংশের 'মালিনী' নাটিকার যোগ আছে তার কথাবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ—

বারানসীর মহারাজ কৃকির (Kriki) রুচিরা কন্যা মালিনী ব্রাহ্মণদের সেবা করতেন। এক সময়ে তাদের অশ্লীল আচরণের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ভিক্ষু ভগবান কাশ্যপের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হয়। একদিন মালিনী কাশ্যপকে রাজ অন্তঃপুরে অন্ন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করে। মালিনীর সহানুভূতি দেখে কাশ্যপ তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফলে, সেই রাজ্যের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রান্ত করে এবং মালিনীকে মেরে ফেলতে চায়। তারা মালিনীকে পরিত্যাগ করে এবং তাদের হাতে সমর্পণের জন্য রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আসন্ন উপপ্লবের ভয়ে দেশ রক্ষার স্বার্থে রাজা কন্যাকে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দেয়।

অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকের প্রথমে দেখা গেছে কাশী রাজকন্যা মালিনী কাশ্যপের কাছে নব ধর্মের বা বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা,
দুঃখভয়; দূর করো বিষয়পিপাসা, ...
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন-মোহশোক পরাভূত হোক।"[৯]

মালিনীর সঙ্গে কাশ্যপের এই সম্পর্ক দেখে নগরের ব্রাহ্মণ প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং মহারাজের কাছে রাজকন্যা মালিনীর নির্বাসন দাবি করে। প্রজাদের কথা শোনা মাত্র মালিনী নিজেই রাজপুরী ছেড়ে ব্রাহ্মণদের সভায় উপস্থিত হয়। প্রেম-মৈত্রী-করুণার মূর্ত আধার মালিনীকে দেখে বিদ্রোহীরা শান্ত হয়। মালিনী তাদের বলে যে সর্বজীবে দয়া এবং প্রেম-মৈত্রী-করুণার বাণী প্রচারের জন্য তিনি রাজপুরী ছেড়ে চলে এসেছেন। এখানে বিদ্রোহীরা প্রশমিত হয়ে মালিনীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

মহাবস্তু অবদানে আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণরা মালিনীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলে মালিনী দান পুণ্য কাজের উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহের জন্য জীবন ভিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ পরিষৎ তার অনুরোধ রাখে। এখন মালিনী সেই সাতদিন ধরে আবার শ্রাবকসংঘসহ ভগবান কাশ্যপের সেবা ও দানরূপ পুণ্য কাজ করতে থাকে। সেই সাতদিনে ভগবান কাশ্যপ মহারাজ (কৃকি) রাজ আমত্য প্রধান সেনাপতি, অন্তঃপুরজন এবং পৌর জনদের বিনয় ধর্মে দীক্ষিত করে। আর্য ধর্মে বিনীত তাদের মনে তখন এইভাব জাগে যে মালিনী তাদের কল্যাণকামী বন্ধু। তাই তারা নিজের জীবন দিয়েও মালিনীকে রক্ষার সংকল্প করে। এদিকে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ সমবেত হয়ে মালিনীকে হত্যার জন্য অপহরণ করতে চায়। অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকে বিদ্রোহী প্রজাদলের নেতা ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকর। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের দিকটি তাকে ব্যথা দিলেও সে ছিল সংস্কার ধর্মের অনুগত, তারই বন্ধু ছিল সুপ্রিয়। সে ছিল সংস্কার ধর্ম অপেক্ষা হৃদয়ধর্ম বা প্রেমধর্মের প্রতি অনুরাগী। নব ধর্মের প্রবক্তা মালিনী ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় বাদে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রেম-মৈত্রী-করুণার বাণীতে মুগ্ধ করেছিল। সুপ্রিয়ও মনে মনে মালিনীকে শ্রদ্ধা করত। এদিকে রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণকে মালিনীর নব ধর্ম গ্রহণ করতে দেখে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহের তাগিদে ক্ষেমংকর বাইরে যায়। এদিকে রাজউপবনে রোজ সুপ্রিয় ও মালিনীর মধ্যে ধর্মালোচনা চলত। ক্রমশ অজ্ঞাতসারে দুজনের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এমন সময় বিদেশ থেকে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে পত্র লেখে যে বিদেশ থেকে সৈন্য এনে সে নবধর্মকে বিলুপ্ত করে বাহুবলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এবং মালিনীকে প্রাণদণ্ড দেবে।

মহাবস্তু অবদানের কাহিনির সমাপ্তি অংশে দেখা গেছে রাজ সেনা মালিনীকে অগ্রবর্তিনী করে সসৈন্যে ব্রাহ্মণদের বাসস্থানের দিকে এগিয়ে গেলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন তাদের কোপ গিয়ে পড়ে ভগবান কাশ্যপ এবং ভিক্ষুদের ওপর। শ্রাবকসংঘসহ কাশ্যপকে হত্যা করার বার বার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তারা সফল হয় না। অবশেষে ভগবান কাশ্যপ অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাদের সকলকে আর্য ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর কাশ্যপ আর্য ধর্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে ভগবানের গান করতে থাকে। তখন সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ মিথ্যাত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা সকলে মিলে দণ্ড ও লগুড় নিয়ে ভগবান কাশ্যপের দিকে এগিয়ে আসে। তা দেখে কাশ্যপ পৃথিবীর দেবতাকে আহ্বান করেন এবং পৃথিবীর দেবতা তালবৃক্ষ দিয়ে সেই দুষ্টু ব্রাহ্মণদের বেদম প্রহার করতে লাগল। তখন ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণেরা পালিয়ে গেল—

"তে ব্রাহ্মণা নাশনষ্টাঃ"[১০]

অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকের শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় ভাবনায় ইতি টেনেছেন। মালিনীর প্রাণের আশঙ্কা দেখে সুপ্রিয় রাজার কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। রাজা গোপনে সসৈন্যে অতর্কিত আক্রমণে ক্ষেমংকরকে পরাজিত ও বন্দি করেছে। মালিনীর অনুরোধে ক্ষেমংকরকে মুক্তি দিতে চাইলে, সে মুক্তির প্রত্যাখ্যান করে বলে—

"পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার-
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাজা তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলে এবং মৃত্যুর আগে তার কোনো প্রার্থনা থাকলে তা পূরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ক্ষেমংকরের ইচ্ছা প্রার্থনায় শেষবারের মতো তার বন্ধু সুপ্রিয়কে আলিঙ্গনের জন্য ডেকে আনা হয়। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে আলিঙ্গনের ছলনায় হাতের শিকল দিয়ে বন্ধু সুপ্রিয়ের মাথায় আঘাত করে, সুপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করে, উমত্ত ক্ষেমংকর আহ্বান করে বলে—

"এইবার
ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।"[১২]

মহারাজ চিৎকার করে ওঠে—

"কে আছিস, ওরে!
আন খড়্গ।"[১৩]

তখন মালিনী বলে—

"মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমংকরে।"[১৪]

তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে মালিনী অর্থাৎ মূর্ছিত হওয়ার আগেও নবধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের মূল কথা প্রতিষ্ঠার-ই চেষ্টা করেছে।

কাহিনি-উপস্থাপনায় রচনাচাতুর্যে, ভাবে ও ভাষায় বৌদ্ধ অবদান শতকের কাহিনির 'মালিন্যাবস্তু'র সঙ্গে 'মালিনী' কাব্যনাট্যটির পার্থক্য লক্ষণীয়—

১। সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।

২। সুপ্রিয়ের প্রতি মালিনীর প্রেমানুরাগ রবীন্দ্র কল্পনার সংযোজন।

৩। কাব্যনাট্যটি কবির বিশেষ আদর্শ প্রচারের অনুকূল হয়ে উঠেছে।

৪। সংস্কার ধর্ম বা আচার ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা বহুবিদিত। আচার ধর্মের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বা বৃহৎ সত্যধর্মের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে সত্যধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে নাটিকাটিতে।[১৫]

৫। মালিনী বৌদ্ধধর্মানুগ প্রেম-মৈত্রী-করুণার মূর্তিমতী প্রতিমা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৬। ক্ষেমংকর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিনিধি। সুপ্রিয়ের মধ্যে একধারে নব ধর্ম ও সংস্কার ধর্মের দ্বন্দ্বটি[১৬] সুপরিস্ফুট হয়েছে। নবধর্ম হৃদয়ের ধর্ম, প্রাণের ধর্ম, সেবার ধর্ম এবং তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই সত্য ধর্ম।

এই বিশ্বখ্যাত মানবধর্মই যথার্থ সত্যধর্ম যার শাশ্বত মহিমা মানবীয় আধারে আধেয়। বুদ্ধের জীবন ও বাণীতে পরিপূর্ণ 'মালিনী' কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের সেই বোধ ও আদর্শেরই মূর্ত ফসল।

Reference:

১. ঘোষ, ড. তারকনাথ, *ভারতসংস্কৃতি পুরুষ রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৪

২. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, *বৌদ্ধধর্ম*, তৃতীয় মুদ্রণ, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ৯

("বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।")

৩. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *মহামানব বুদ্ধ* (অনুবাদ: ভট্টাচার্য, অভিজিৎ), তৃতীয় মুদ্রণ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২০, পৃ.৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

("বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় যে অসাধারণ জীবনাদর্শ রেখে গেছেন-তা আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠেছে। তিনি যে আচরণগত, দর্শনগত বা তত্ত্বগত এবং স্থৈর্যগত শান্তি দেখিয়েছেন, তার দ্বারা জনমুক্তির ও শান্তির দুয়ার আগলমুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসে স্বাধীনতার পর যে 'পঞ্চশীল' শব্দটি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এত প্রচলিত সেটিও বুদ্ধেরই কথিত। অবশ্য বুদ্ধ রাষ্ট্রের জন্যে নয়-ব্যক্তির জন্যে এটা অধিক ব্যবহার করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসনকে মূল্য দেওয়া হয়নি। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধরা নিজের বিচারকেই শ্রেষ্ঠ মানতেন এবং সেটাকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।... ধর্মের ব্যাপারে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুচরদের লক্ষ্য মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর জন্য তাঁরা গভীর অনুচিন্তন এবং যোগের সাহায্য নিয়েছিলেন দেবতার ব্যাপারেও বৌদ্ধরা সমধিক উদার ছিলেন।")

৪. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, *রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা,* প্রথম সংস্করণ, পারুল, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭-১৮

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী,* পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৮৯, পৃ. ৫-৬

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্র, *রবীন্দ্র রচনাবলী (উৎসবের দিন,* ত্রয়োদশ খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৯৬-৯৭

("বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে-বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থ-প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।।
তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতসিদ্ধো।
এতং সতিং অধিটঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহার মিধবাহু।।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে-ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে-আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না-এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।")

৭. চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্র নাথ, *বৌদ্ধ সাহিত্য,* (সম্পাদক: চৌধুরী, ড. সুকোমল), প্রথম প্রকাশ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ- মুখবন্ধ অংশ

> ("গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত অজস্র বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম যেমন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ও বিবর্তিত হইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। খ্রিস্টপূর্ব যুগে পালি ত্রিপিটক ভারতবর্ষে সংকলিত হইলেও পরবর্তীকালে সিংহল (শ্রীলংকা), ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থাইল্যান্ড ও কম্পোডিয়ায় শত শত পালি টীকাগ্রন্থ, অনুটীকা, সারগ্রন্থ, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি রচিত হইয়াছে।... সংস্কৃত ভাষায় যে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তিব্বতী ও চিনা ভাষায় অনূদিত ও সংরক্ষিত গ্রন্থাদির তালিকা হইতে যাহাদের মধ্যে বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।")

৮. Mitra, Rajendra Lal, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 121

দ্র: জানা, ড. রাধারমণ, *পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৬-১০৭

> ("A Pratyeka Buddha entered the city of Vārānasi for alms, but got nothing. A girl finding his alms-bowl empty, brought him home, and gave him a hearty meal. When he died a stūpa was erected on his remains, and the girl decorated the stūpa everyday with flowers and aromatics. She desired that she may be born with a garland of flowers in every one of her future existence; her desire was fulfilled. In her next existence she was born a Devakanyā with a garland of flowers round her neck. From heaven she descended on earth, and was born in the same way as Mālini, the daughter of Kriki, king of Vārānasi. Mālini invited lord Kāsyapa and his retinue, and entertained them with a sumptuous meal. The Brāhmans, numerous and influential at the court of her father, taking umbrage at her conduct, induced the king to order her banishment. Mālini humbly begged for a week's respite, which was granted. During those seven days, five hundred of her brothers, the ministers and officers of the Bhatta army, and the citizens were all converted to the Ārya Dharma. The converts regarded Mālini as the saviour of their souls. Angry at the wicked machinations of the Brāhmans, they proceeded in a body to remonstrate with them. The Brāhmans took refuge with the king. They revoked the sentence of Mālini's banishment; but induced the king to send ten armed men to kill Kāsyapa, the roof of all their woes. These armed men were easily converted by the great sage. They next deputed a larger number of men, but with the same result. They saw that by sending armed men they only added to the already overwhelming number of the perverts. They, therefore, determined to despatch the business themselves. Armed with clubs, maces and other weapons they marched in martial array to the hermitage of Kāsyapa. Kāsyapa invoked the goddess Prither, and desired her to show her powers against these Brāhmans. She rooted up a stout palm tree, harled it at the Brāhmans and crushed them to death.")

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯

১০. জানা, ড. রাধারমণ, *পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১১০

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. তাদেব, পৃ. ৭১
১৩. তদেব, পৃ. ৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৭১
১৫. ঘটক, কল্যাণী শঙ্কর, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০০, পৃ. ৩১৮
১৬. সিংহ, বিবেক, *রবীন্দ্র মননে মালিনী,* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ-৪৪

> (“ ‘মালিনী’ নাটকে নবধর্ম ও আর্যধর্মের দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাহ্যত মালিনী ও ক্ষেমংকরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, প্রকৃতপক্ষে এ দ্বন্দ্বের চালকের আসনে মালিনী ছিল না, ছিল সুপ্রিয়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুপ্রিয়র সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘাতে এ দ্বন্দ্বের সূচনা; চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশে সুপ্রিয় নিজে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে, পরে ক্ষেমংকরের সঙ্গে সে ধর্মদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবশেষে তার আত্মবিসর্জনেই এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। ‘মালিনী’ নাটকে তাই নবধর্ম ও আর্যধর্মের যে দ্বন্দ্ব, তার দুই মেরু মালিনী ও ক্ষেমংকর হলেও এ ধর্মদ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থ শক্তি সুপ্রিয়।”)